147626 - দ্বীনরে উপর অবচিল থাকার উপায়সমূহ

প্রশ্ন

দ্বীনরে উপর অবচিলতা এনে দয়ে এমন উপায়গুলো কী কী? বশিষেতঃ আমার চারদকিে অনকে ফতিনা, কুপ্রবৃত্তরি হাতছানি ও সংশয় বদ্যিমান। আমি যখন রাস্তায় হাঁটি তখন গানরে শব্দ শুনি। যখন ঘরে থাকি তখনও রাস্তা থকেে গানরে শব্দ আমার কানে আসে। এছাড়া আরো অনকে অনকে ফতিনা। শাইখ, আমি আপনার কাছে দ্বীনদাররি দৃঢ়তা ও হদোয়াতরে দোয়া চাই।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ফতিনার যুগে যে সকল মাধ্যম দ্বীনরে উপর অবচিল থাকতে সাহায্য করে সগেুলো দুই প্রকার:

এক:

ঈমান ও ইয়াক্বীন বৃদ্ধি করে এমন কছিু মাধ্যম। যগেুলো বান্দাকে আল্লাহর আনুগত্যরে প্রতি উৎসাহতি করে এবং নকে আমলরে দকিে ধাবতি করে। এগুলোর মাধ্যমে বান্দা ঈমানরে স্বাদ আস্বাদন করে।

এমন মাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়ছে: সরল পথরে হদোয়াত চয়েে দোয়া করা। মুসলমিমাত্রই তাকে প্রত্যকে নামাযে দোয়া করতে হয়: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ‘আমাদরেকে সরল পথে পরচিালতি করুন’।

ইমাম ত্বাবারানী ‘আল-কাবীর’ (৭১৩৫) গ্রন্থে বর্ণনা করছেনে: শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলছেনে: ‘হে শাদ্দাদ ইবনে আউস! যদি তুমি দখেতে পাও যে, মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করছে তখন তুমি এই বাক্যগুলো সঞ্চয় করো: اللهمَّ إنّي أسْأَلُكَ الثَّباتَ في الأمْرِ وَالعَزِيْمَةَ على الرُّشْدِ وأسْأَلُكَ مُوْجِباتِ رَحْمَتِكَ وَعَزائِمَ مَغْفِرَتِكَ “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আনুগত্যরে উপর অবচিলতা ও সৎপথে দৃঢ় থাকার প্রার্থনা করছি। আপনার কাছে আপনার রহমতকে আবশ্যককারী ও আপনার ক্ষমাকে অনবিার্যকারী আমলসমূহ প্রার্থনা করছি...”[পূর্ণ হাদীস। শাইখ আলবানী ‘সলিসলিাতুল আহাদীস আস-সহীহা (৩২২৮) গ্রন্থে এটকিে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

তন্মধ্যে আরও রয়ছে: আল্লাহর দ্বীনরে উপর অবচিলতা এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ছাড় না দওেয়া। আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“আর এই হচ্ছে আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথই অনুসরণ করো; অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না; তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তিনি তোমাদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা (বিভ্রান্তি থেকে) বেঁচে থাকতে পারো।”[সূরা আন’আম: ১৫৩]

তিনি আরো বলেন:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

“আল্লাহ দৃঢ় কথা (তাওহীদের কালেমা) দ্বারা মুমিনদেরকে পার্থিব জীবন ও পরকালে দৃঢ় রাখেন।”[সূরা ইব্রাহীম: ২৭]

কাতাদাহ বলেন: ‘দুনিয়ার জীবনে তিনি তাদেরকে ভালো কাজ ও নেক আমলের মাধ্যমে সুদৃঢ় রাখেন। আর 'আখিরাতে' মানে কবরে।’[তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/৫০২)]

এর মধ্যে আরো রয়েছে: সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা।

ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নত অনুসরণ করবে, দাঁত দিয়ে সেটাকে আঁকড়ে ধরবে। দ্বীনের মধ্যে নব উদ্ভাবিত বিষয়গুলো থেকে আপনারা বেঁচে থাকবেন। কারণ প্রতিটি নব-উদ্ভাবিত বিষয় বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৪৬০৭) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহিহ আবু দাউদে হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেন]

এর মধ্যে আরো রয়েছে: বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ‘শয়তান আদম সন্তানের অন্তরের উপর উপুড় হয়ে বসে থাকে। সে যখন (আল্লাহকে) ভুলে থাকে বা গাফলে থাকে তখন তাকে কুমন্ত্রণা দেয়। আর যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন সে দূরে সরে যায়।’[তাফসীরুত ত্বাবারী (২৪/৭০৯-৭১০)]

দুই:

কিছু মাধ্যম যা ফিতনায় পড়া থেকে রক্ষা করে।

এর মধ্যে রয়েছে: আল্লাহর নির্দেশের উপর ধৈর্যধারণ করা।

আবু দাউদ (৪৩৪১) বর্ণনা করনে: আবু সা'লাবা আল-খুশানী রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: 'তোমাদরে সামনে আসছে ধর্যৈরে দনিসমূহ। সে সময় ধর্যৈ ধারণ করা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে ধারণ করার মতো। ঐ সময়ে আমলকারীর জন্য রয়ছেে অনুরূপ পঞ্চাশ জন আমলকারীর নকেী। জজ্ঞিসে করা হল: হে আল্লাহর রাসূল! তাদরে মধ্যকার পঞ্চাশ জনরে আমল? তনিি বলনে: 'তোমাদরে মধ্যকার পঞ্চাশ জনরে আমল।'[শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদে এই হাদীসটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

এর মধ্যে আরো রয়ছেে: প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ফতিনা থকেে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। সহীহ মুসলমিে (২৮৬৭) আছে: যায়দে ইবনে সাবতি রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি হাদীস, তনিি বলনে: একদনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদরেকে বলনে: 'তোমরা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ফতিনা থকেে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।' তখন তারা বলল: نَعُوْذُ باللهِ مِنَ الفِتَنِ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ 'আমরা আল্লাহর কাছে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ফতিনা থকেে আশ্রয় চাই।'

এর মধ্যে আরো রয়ছেে: আল্লাহর নজরদাররি অনুভূতি ও আল্লাহর অধকিারগুলো সংরক্ষণ।

তরিমযিী (২৫১৬) বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "তুমি আল্লাহর (বধিান) রক্ষা কর, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবনে। তুমি আল্লাহর (অধকিারসমূহ) সংরক্ষণ করবে, তাহলে আল্লাহকে তুমি তোমার সম্মুখে পাবে।"[শাইখ আলবানী সহীহুত তরিমযিীতে হাদীসটকিে সহীহ বলে গণ্য করনে]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বলছেনে:

'তুমি আল্লাহকে সংরক্ষণ করো, আল্লাহ তোমাকে সংরক্ষণ করবনে— বাক্যটি প্রমাণ করে যে মানুষ যতক্ষণ আল্লাহর দ্বীন সংরক্ষণ করবে ততক্ষণ আল্লাহ তাকে সংরক্ষণ করনে। কন্তিু কীসরে ক্ষত্রেে সংরক্ষণ করবনে?

শরীররে সংরক্ষণ, অর্থরে সংরক্ষণ, পরবিাররে সংরক্ষণ এবং দ্বীনদাররি সংরক্ষণ। আর এই শষেোক্তটি সবচয়েে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ তনিি তোমাকে বভি্রান্তি ও বচি্যুতি থকেে রক্ষা করবনে। কারণ মানুষ যত বশেি হদোয়াতরে পথে আগায়, আল্লাহ তার হদোয়াতকে ততবশেি বাড়য়িে দনে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "আর যারা সঠকি পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদরেকে বশেি বশেি হদোয়াত এবং তাকওয়া দান করনে।" আর যত বভি্রান্ত হয়, আল্লাহ তার বভি্রান্তি আরও বাড়য়িে দনে। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।'[শারহু রয়িাদসি সালহিীন (পৃ. ৭০)]

এর মধ্যে আরো রয়ছেে: নকেকার মুমনিদরে সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তারা ছাড়া অন্য ফতিনাগ্রস্ত ব্যক্তদিরে সাহচর্য পরত্যিাগ করা।

আবু দাউদ (৪৯১৮) বর্ণনা করনে: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: 'মুমনি মুমনিরে দর্পণ। মুমনি মুমনিরে ভাই। সে তাকে ক্ষতি থকেে রক্ষা করে এবং অনুপস্থতিতিে তার

হফোযত করে।’[শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদে এটকিে হাসান বলে গণ্য করনে]

‘তার অনুপস্থতিতিে তার হফোযত কর’ অর্থাৎ তাকে রক্ষা করে এবং সাধ্যমত তার পক্ষে লড়াই করে।

এছাড়া আবু দাউদে (৪৮৩৩) আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: ‘ব্যক্তি তার বন্ধুর ধার্মকিতার অনুসারী হয়। কাজইে তোমাদরে প্রত্যকেইে যনে লক্ষ্য করে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছ।ে’[শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদে হাদীসটকিে হাসান বলছেনে]

দ্বীনরে ক্ষত্রেে অবচিলতার সবচয়েে বশেি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো নজিকেে ফতিনার সম্মুখীন না করা এবং ফতিনা ও এর কারণসমূহ থকেে সর্বাত্মক দূরে থাকার প্রচষ্টো করা। ফলে অন্তররে অবস্থা পরশিুদ্ধ থাকে এবং সে ঈমানরে স্বাদ গ্রহণ করে। দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণতি হয়ছে:ে “কউে যদি দাজ্জালরে আবর্ভিাব শুনতে পায় তাহলে সে যনে তার থকেে দূরে চলে যায়। আল্লাহর কসম! কোনো কোনো ব্যক্তি নজিকেে অবশ্যই (ভালো) মুমনি মনে করে তার কাছে আসব,ে কন্তিু দাজ্জাল যে সংশয়গুলো উত্থাপন করবে সগেুলোর দ্বারা প্রভাবতি হয়ে সে তাকে অনুসরণ করব।ে”[আবু দাউদ (৪৩১৯) বর্ণনা করনে এবং শাইখ আলবানী হাদীসটকিে সহীহ আবু দাউদে সহীহ বলে গণ্য করনে]

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদরে ও আমাদরে মুসলমি ভাইদরে জন্য দ্বীনরে উপর অবচিলতা এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ফতিনা থকেে নরিাপত্তা কামনা করছ।ি

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।